সংবাদ প্রতিদিন

sangbadpratidin.in | epratidin.in | ২৮ মাঘ ১৪৩০ | ৪.০০ টাকা | * | বড়জোড়া সংস্করণ | সোমবার | ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ | মেঘলা আকাশ | সর্বনিম্ন ১৮°/২৭° সর্বাধিক | ১০ পাতা

স্বপ্নভঙ্গ

অনূর্ধ্ব ১৯ ক্রিকেট বিশ্বকাপ ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার কাছে হার ভারতের

১০

সঞ্চয়

ব্যাফ মানে ভালো রিটার্নের ভরসা

৬

চার আসনের তিনটিতেই মহিলাদের মনোনয়ন মমতার

রাজ্যসভায় নারীশক্তিকে গুরুত্ব, বার্তা তৃণমূলের

স্টাফ রিপোর্টার : চারজন প্রার্থীর মধ্যে তিনজনই মহিলা। রাজ্যসভা নির্বাচনেও চমক দিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দুদিন আগে রাজ্য বাজেটে মহিলাদের ক্ষমতায়নে একদিকে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের ভাতা বৃদ্ধি, অন্যদিকে, আরও নানা প্রকল্পে বরাদ্দ বাড়িয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। এবার রাজ্যসভা নির্বাচনে চারজনের মধ্যে তিনজন মহিলাকে প্রার্থী করে মমতা দেখালেন মহিলাদের এগিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে তিনি কতটা অগ্রণী। নাদিমুল হক আবার প্রার্থী হলেন। এ ছাড়া তিনজন মহিলা প্রার্থী হলেন মমতাবালা ঠাকুর, সাগরিকা ঘোষ ও সুস্মিতা দেব। রবিবার দলের তরফ থেকে প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করে তাঁদের শুভেচ্ছা জানিয়ে বলা হয়েছে, ‘দেশে ঐক্য ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য তৃণমূল কংগ্রেসের যে লড়াই, তাতে এই চার প্রার্থীকে শামিল করা হচ্ছে। তাঁদের অভিনন্দন।’ বাদ পড়লেন শান্তনু সেন, আবীর বিশ্বাস ও শুভাশিস চক্রবর্তী। ২ এপ্রিল সাংসদ হিসাবে এঁদের মেয়াদ ফুরোচ্ছে। যে তিনজন বাদ পড়লেন, তাঁদের দলীয় কাজে লাগানো হবে। অন্যদিকে, তৃণমূলের সমর্থনে জেতা কংগ্রেসের সাংসদ অভিষেক মনু সিংভিরও মেয়দ ফুরোচ্ছে এবারই। সব মিলিয়ে ফাঁকা হচ্ছে এ রাজ্যের পাঁচটি আসন।

মুখ্যমন্ত্রী যে তিন মহিলাকে প্রার্থী করলেন, তাঁদের মধ্যে মমতাবালা ঠাকুর মতুয়া মহাসংঘের সংঘাধিপতি। ঠাকুরবাড়ির পরিবারের সদস্য। এর আগে মতুয়া সদস্য হিসাবে আবীর বিশ্বাসকে সাংসদ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু তিনি নিজের পারফরম্যান্স ঠিকমতো করতে পারেননি। সেই অর্থে বড়মার বড় বউকে আবারও মুখ্যমন্ত্রী সামনে নিয়ে এলেন। ২০১৫ সালে বনগাঁ আসনের উপনির্বাচনে জিতে সাংসদ হয়েছিলেন তিনি। ২০১৯-এর নির্বাচনে তিনি জিততে পারেননি। এবার রাজ্যসভায় তাঁকে ফের তুলে আনলেন মুখ্যমন্ত্রী। বিজেপি যখন ফের এনআরসির ধুয়া তোলার চেষ্টা করছে, তখন বড়মার প্রতিনিধি হিসাবে মমতাবালাকে সামনে এগিয়ে দিয়ে তৃণমূলনেত্রী বার্তা দিলেন যে, তিনি সেই পরিবারের পাশেই আছেন। তার জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে অকুণ্ঠ ধন্যবাদ জানিয়ে মমতাবালা বলেছেন, “ঠাকুরবাড়িকে আর মতুয়া সম্প্রদায়ের মানুষকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বরাবর সম্মান দিয়েছেন। বড়মা বীণাপাণিদেবীর পাশে তিনি সব সময় ছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী আগেও আমায় লোকসভায় সুযোগ দিয়েছেন। তাঁকে ধন্যবাদ জানানোর ভাষা আমার নেই। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আবারও মতুয়া সম্প্রদায়কে বড় জায়গা দিলেন। এটা মতুয়া সম্প্রদায়ের জয়।”

সুস্মিতা আগেও সাংসদ ছিলেন। ২০২১-এ তিনি তৃণমূলে যোগ দেন। বিধানসভা ভোটে মানস ভুঁইয়া জিতে মন্ত্রী হওয়ার পর তাঁর ছেড়ে আসা রাজ্যসভা আসনে সুস্মিতাকে মনোনয়ন দেয় তৃণমূল। সেই মেয়াদ ফুরোয় আগেই। প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সন্তোষমোহন দেবের মেয়ে সুস্মিতাকে ত্রিপুরার দায়িত্ব দিয়েছিল দল। তাঁর কাজে যে দল যথেষ্ট খুশি তা তাঁকে এবার পূর্ণ সময়ের জন্য মনোনয়ন দেওয়াতেই স্পষ্ট। মূলত, অসম, ত্রিপুরার মতো উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সংগঠনের কথা ভেবেই তাঁকে ফের প্রার্থী করা হল। সুস্মিতা মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেছেন, “রাজ্যসভায় তৃণমূলের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য আমায় আবার সুযোগ দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আমি আপ্লুত। মহিলাদের এগিয়ে দেওয়ার কথা বলেন তিনি। আবারও প্রমাণ করলেন, সেগুলো কথার কথা নয়। যা বলেন, তা-ই করেন। বিজেপি এখন সংরক্ষণের কথা বলছে। কিন্তু মমতাদি অনেক আগে সর্বত্র সেই নিদর্শন রেখেছেন। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের কথাও তিনি ভেবেছেন। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আমায় যেভাবে সহযোগিতা, সমর্থন দেন, তার জন্য তাঁকেও আমি ধন্যবাদ জানাব।”

সাগরিকা ঘোষ বিশিষ্ট সাংবাদিক ও কলামিস্ট। তাঁর স্বামী আরেক বিশিষ্ট সাংবাদিক রাজদীপ সরদেশাই। সাগরিকার বাবা ভাস্কর ঘোষ ছিলেন দেশের প্রাক্তন আমলা, দূরদর্শনের প্রাক্তন অধিকর্তা। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাগরিকার দীর্ঘদিনের পরিচয়। ফলে তিন মহিলাই গুরুত্বপূর্ণ মুখ। এঁদের প্রার্থী করে লোকসভা ভোটের আগে বিজেপিকে চাপে ফেলে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী।

নয়ের পাতায়

মমতাবালা ঠাকুর

সুস্মিতা দেব

সাগরিকা ঘোষ

নাদিমুল হক

বিজেপির প্রার্থী শমীক

বিশেষ সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি : বাংলা থেকে প্রাক্তন বিধায়ক, দলের প্রধান মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্যকে রাজ্যসভায় পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিল বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। রবিবার রাতে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তি মারফত সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়। আগামী ২৭ ফেব্রুয়ারি রাজ্যের পাঁচটি আসনে ভোট। বিধায়কদের সংখ্যার ভিত্তিতে তৃণমূলের চারটি ও বিজেপির একটি আসন পাওয়ার কথা। বাংলা ছাড়াও উত্তরপ্রদেশ, বিহার, উত্তরাখণ্ডের প্রার্থীদের নামও ঘোষণা করা হয়েছে।

এদিন দুপুরে তৃণমূলের পক্ষ থেকে তাদের চার প্রার্থীর নাম ঘোষণা করা হয়। তারপরেই জল্পনা চলছিল, বিজেপি কাকে প্রার্থী করবে। যেহেতু গতবার উত্তরবঙ্গ থেকে অনন্ত মহারাজকে রাজ্যসভায় পাঠিয়েছিল বিজেপি, তাই এবার দক্ষিণবঙ্গ থেকে কোনও চেনা মুখকে পাঠানো হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছিল।

নয়ের পাতায়

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

দীপক অধিকারী (দেব)

আরামবাগে সভায় আজ মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেব

নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগ : আজ, সোমবার হুগলি জেলার প্রশাসনিক বৈঠক মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। আরামবাগে কালীপুর মাঠে এই সভা হচ্ছে। তাঁর সঙ্গে ঘাটালের সাংসদ দেবকে আজ এই সভায় থাকতে বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। এর আগে ঘাটালে তাঁর ফের প্রার্থী হওয়া নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছিল। সেসব মেটার পর এই প্রথম প্রকাশ্য সভায় মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে থাকবেন দেব। যা বেশ তাৎপর্যপূর্ণ।

মুখ্যমন্ত্রীর সভা ঘিরে নিরাপত্তাব্যবস্থা খতিয়ে দেখা হয় রবিবার। পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের সঙ্গে ছিলেন মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী ও আরামবাগের সাংসদ অপরূপা পোদ্দার। রাজ্যের একের পর এক জেলা সফর থেকে সরকারি পরিষেবা ঘোষণা করছেন মুখ্যমন্ত্রী। ভোট ঘোষণা হওয়ার আগে সেই কাজ সেরে ফেলতে চাইছেন তিনি। সরকারি পরিষেবা প্রদান-সহ বেশ কিছু ঘোষণাও থাকতে পারে তাঁর। ইতিমধ্যে রাজ্যের বকেয়া নিয়ে বঞ্চনার অভিযোগে কেন্দ্রকে নিশানা করেছে তৃণমূল। দিল্লিতে আন্দোলনও হয়েছে তাঁর নির্দেশমতো। কলকাতায় রেড রোডে ধরনাও চলছে। ঘটনাচক্রে আজ, সেখানে ধরনায় থাকার কথা হুগলি জেলা নেতৃত্বের।

নয়ের পাতায়

১৪৪ ধারা ভাঙার চেষ্টা মীনাক্ষীদের, তৎপর পুলিশ

- রবিবার বাঁশদ্রোণী থেকে গ্রেপ্তার সন্দেশখালির প্রাক্তন সিপিএম বিধায়ক নিরাপদ সর্দার।
- তাঁর বিরুদ্ধে সন্দেশখালিতে মহিলাদের বিক্ষোভে প্ররোচিত করা, অশান্তিতে উস্কানি, খুনের চেষ্টা-সহ আট দফা অভিযোগ।
- প্রতিবাদের নামে দিনভর বামেদের অবরোধ, বিক্ষোভ।
- দলীয় নেতা গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে থানা ঘেরাও বিজেপির।

গ্রেপ্তারের পর বাঁশদ্রোণী থানায় নিরাপদ সর্দার। রবিবার। —প্রতিদিন চিত্র

সন্দেশখালিতে উস্কানি, প্রাক্তন বাম বিধায়ক নিরাপদ গ্রেপ্তার

নিজস্ব সংবাদদাতা, বসিরহাট : সন্দেশখালিতে গত কদিনের অশান্তির ঘটনায় তাঁর ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে একাধিকবার। পুলিশের কাছে গন্ডগোলে উসকানি ও প্রত্যক্ষ মদতের অভিযোগে এফআইআরও করা হয়েছে। রবিবার সন্দেশখালির সিপিএমের সেই প্রাক্তন বিধায়ক নিরাপদ সর্দারকে গ্রেফতার করল পুলিশ। এদিন কলকাতার বাঁশদ্রোণীর বাড়ি থেকে তাঁকে থানায় নিয়ে এসে টানা দু’ঘণ্টা জেরা করা হয়। তারপরই গ্রেফতার করা হয় নিরাপদকে।

পুলিশ সূত্রে প্রকাশ, সন্দেশখালির প্রাক্তন বিধায়ক-সহ ১১৭ জনের নামে সন্দেশখালি থানায় অভিযোগ দায়ের হয়েছিল। উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের সদস্য, তৃণমূল নেতা শিবু হাজরাকে খুনের চেষ্টা, বেআইনি জমায়েত করে অপরাধ সংগঠিত করা, অশান্তিতে উসকানি দেওয়া, বাড়ি বাড়ি গিয়ে মহিলাদের বিক্ষোভে অংশ নিতে বলা ও বিক্ষোভ করে পুলিশকে হেনস্তা করার মতো মোট আটটি ধারায় অভিযোগ ছিল তাঁদের বিরুদ্ধে। অভিযোগের তদন্তে সন্দেশখালি ও বাঁশদ্রোণী থানার পুলিশ নিরাপদকে আটক করে বাঁশদ্রোণী থানায় নিয়ে আসে। সেখানে জিজ্ঞাসাবাদের পর তাঁকে গ্রেফতার করা হয়।

সন্দেশখালির প্রাক্তন বিধায়কের গ্রেফতারির খবর ছড়িয়ে পড়তেই বিভিন্ন এলাকায় বিক্ষোভ দেখানো শুরু করে সিপিএম কর্মী-সমর্থকরা। প্রতিবাদের নামে শুরু হয় পথ অবরোধ। বাঁশদ্রোণী থানার বাইরেও তীব্র বিক্ষোভ শুরু হয়। থানায় পৌঁছে যান সিপিএম রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম, কৌস্তুভ চট্টোপাধ্যায়, সৃজন ভট্টাচার্য-সহ অন্যান্যরা। সিপিএমের অভিযোগ, রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র করে নিরাপদকে গ্রেফতার করা হয়েছে। সেলিম বলেন, ‘‘শেখ শাহজাহান, শিবু হাজরাকে সন্দেশখালির ঘটনায় গ্রেফতার করার কথা। তার বদলে সিপিএম নেতাকে গ্রেফতার করা হল। এর প্রতিবাদে রাজনৈতিক ও আইনি লড়াই চলবে।’’ সিপিএমের অভিযোগ, কোনওরকম নোটিস ছাড়াই বেআইনিভাবে নিরাপদকে গ্রেফতার করা হয়েছে। নিরাপদর স্ত্রী দীপা সর্দারের অভিযোগ, মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো হয়েছে তাঁর স্বামীকে। পুলিশের গাড়িতে ওঠার সময় নিজেকে নির্দোষ বলে দাবি করেন নিরাপদ সর্দার। তাঁর দাবি, ৪ থেকে ৯ ফেব্রুয়ারি সন্দেশখালিতে তিনি ছিলেন না। এর মধ্যে ৭ ও ৮ তারিখ রাজ্য কমিটির বৈঠকের জন্য কলকাতায় ছিলেন। এদিন ধৃত সিপিএম নেতাকে বসিরহাটে নিয়ে আসা হলে বসিরহাট থানার সামনে ধরনায় বসেন সিপিএম কর্মী-সমর্থকরা। সোমবার তাঁকে বসিরহাট মহকুমা আদালতে পেশ করা হবে। আজ, সন্দেশখালিতে ১২ ঘণ্টার বন্‌ধ ডেকেছে সিপিএম।

এদিকে সোমবার রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস সন্দেশখালি যাচ্ছেন বলে জানিয়েছে রাজভবন। রাজভবন সূত্রে খবর, সন্দেশখালির ঘটনাপ্রবাহ নিয়ে রাজ্য প্রশাসনের থেকে রিপোর্ট তলব করা হয়েছে। রাজ্যপাল এখন কেরলে রয়েছেন। কিন্তু সন্দেশখালির পরিস্থিতি দেখে তিনি কেরল সফর কাটছাঁট করে রাজ্যে ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সূত্রের খবর, সোমবার সকাল সাড়ে ৮টা নাগাদ কলকাতা বিমানবন্দরে নেমে সেখান থেকে সন্দেশখালির উদ্দেশে রাজ্যপাল রওনা দেবেন।

নয়ের পাতায়

এক ঝলক

২৯শে বাংলায় শাহ, মার্চে মোদি

নয়াদিল্লি : কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে দিয়ে বাংলা অভিযান শুরু করবে বিজেপি। আগামী ২৯ ফেব্রুয়ারি কলকাতায় যাচ্ছেন তিনি। বিজেপি সূত্রে খবর, উচ্চমাধ্যমিকের পর মার্চ মাসে বাংলায় যাবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও। তবে ঠিক কত তারিখে তিনি আসবেন, বা কোনও জেলায় যাবেন কি না, তা এখনও জানা যায়নি।

ঘাটালে শংকর দোলই অপসারিত

ঘাটাল : ঘাটাল লোকসভার সাংগঠনিক জেলার তৃণমূল চেয়ারম্যান পদ খোয়ালেন প্রাক্তন বিধায়ক শংকর দোলই। রবিবার তাঁকে সরিয়ে নতুন চেয়ারম্যান করা হয়েছে ডেবরার প্রাক্তন বিধায়ক রাধাকান্ত মাইতিকে। রাধাকান্তবাবু বর্তমানে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা পরিষদের সদস্য। দলীয় সূত্রে মনে করা হচ্ছে, ঘাটালের সাংসদ দেবের সঙ্গে সংঘাতের জেরে শংকর দোলইকে সরানো হল।

রাজধানীর সীমানা সিল, হরিয়ানায় বন্ধ ইন্টারনেট

কাল কৃষকদের ‘দিল্লি চলো’ ঠেকাতে মরিয়া মোদি সরকার

সোমনাথ রায়
নয়াদিল্লি

লোকসভা নির্বাচনের আগে আরও একবার কেন্দ্রের শাসকদলকে চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলতে চলেছেন দেশের অন্নদাতারা। ন্যূনতম সহায়ক মূল্য (এমএসপি)-কে আইনে পরিণত করার দাবিতে, কৃষিক্ষেত্রে কর্পোরেট লুঠ রুখতে এবং দেশের কৃষিকাজ ও দেশ বাঁচাতে আগামী ১৬ ফেব্রুয়ারি, শুক্রবার দেশজুড়ে গ্রামীণ ও শিল্প বন্‌ধের ডাক দিয়েছে সংযুক্ত কিসান মোর্চা। তার আগে বুধবার ‘দিল্লি চলো’র ডাক দিয়েছে বিভিন্ন কৃষক সংগঠন। দুবছর আগে এমনই এক অভিযানে দিল্লির তিন সীমানা অবরুদ্ধ করে এক বছরেরও বেশি সময় ধরে আন্দোলন করেছিলেন কৃষকরা। সেই অভিজ্ঞতা মাথায় রেখে হরিয়ানা জুড়ে চলছে সমরসজ্জা। রাজ্যের বিভিন্ন সীমানা সিল করে দেওয়া হয়েছে। বন্ধ ইন্টারনেট। কৃষকদের ‘অনুপ্রবেশ’ রুখতে ড্রেস রিহার্সাল করেছে পুলিশ ও আধা সামরিক বাহিনী। যা দেখে স্থানীয় মানুষের মধ্যে ছড়িয়েছে আতঙ্ক। এই আবহেই আবার কেন্দ্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনল দুশোর বেশি কৃষক সংগঠনের যৌথ মঞ্চ সংযুক্ত কিসান মোর্চা। তাদের বক্তব্য, মঙ্গলবারের আন্দোলনের সঙ্গে কোনও সম্পর্কই নেই তাদের। অন্নদাতাদের আন্দোলনে ভাঙন ধরাতে, কৃষকদের বিপথে পরিচালিত করতে এবং বদনাম করতে ষড়যন্ত্রের ছক কষেছে কেন্দ্র। এগিয়ে দেওয়া হয়েছে আরএসএস এবং শিরোমণি অকালি দলের কৃষক সংগঠনকে।

মঙ্গলবার ‘দিল্লি চলো’র ডাক দিয়েছে আরএসএস-এর কৃষক সংগঠন। সঙ্গে রয়েছে শিরোমণি অকালি দলের কৃষক সংগঠনও। ফসলের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য নিশ্চিতকরণ-সহ একগুচ্ছ দাবিতেই এই কর্মসূচি। রাজ্যে অশান্তি ঠেকাতে হরিয়ানা সরকার আম্বালা, জিন্দ, ফতেহাবাদ, সিরসা, কুরুক্ষেত্রের মতো জেলাগুলিতে ইন্টারনেট ও বাল্ক এসএমএস পরিষেবায় নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। যা বজায় থাকবে ১৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। পাশাপাশি পাঞ্জাব ও হরিয়ানার সীমানা ঘিরে রাখা হয়েছে নিরাপত্তার চাদরে।

নয়ের পাতায়

নিরাপত্তা নিয়ে আলোচনায় পুলিশকর্তারা। গাজিপুর সীমান্তে রবিবার।

‘র‍্যাগিং’! ম্যানেজমেন্ট পড়ুয়ার রহস্যমৃত্যু

স্টাফ রিপোর্টার, দুর্গাপুর: ম্যানেজমেন্ট পড়ুয়ার রহস্যমৃত্যু দুর্গাপুরের এক বেসরকারি কলেজে। র‍্যাগিংয়ের অভিযোগ তুলেছে পরিবার। পাশাপাশি কলেজ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে গাফিলতিরও অভিযোগ উঠেছে। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করে তদন্তে সবরকমের আশ্বাস দিয়েছে কলেজ কর্তৃপক্ষ। তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

রবিবার বিকেলে দুর্গাপুরের নিউটাউনশিপ থানার ২৫ নম্বর ওয়ার্ডের ফুলঝোড় মোড় সংলগ্ন বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের হস্টেলে প্রথম বর্ষের বিবিএ পড়ুয়ার রহস্যমৃত্যু। মৃতের নাম রাজদীপ সরকার (১৮)। তাঁর বাড়ি পূর্ব বর্ধমানের আউশগ্রামের দারিয়াপুরে। মৃতের বাবা দেবাশিস সরকার পেশায় মুদি দোকানদার। গত এক বছর ধরে হস্টেলে থাকছিলেন এই ছাত্র। মৃত পড়ুয়ার জেঠু চঞ্চল সরকার অভিযোগ করেন, ‘‘এদিন দুপুর দেড়টা নাগাদ কলেজের হস্টেলের ছাদ থেকে পড়ে গিয়েছে ভাইপো বলে কলেজ কর্তৃপক্ষ আমাদের জানায়। গুরুতর আহত অবস্থায় বিধাননগরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে বলেও জানায়। আমরা হাসপাতালে পৌঁছতেই খবর পাই, মৃত্যু হয়েছে ভাইপোর। তার চোখেমুখে রয়েছে আঘাতের চিহ্ন।’’ চঞ্চলবাবু আরও অভিযোগ করেন, কলেজে গিয়ে তাঁরা জানতে চান, কীভাবে মৃত্যু হল তাঁদের ছেলের? তখন কলেজ কর্তৃপক্ষ প্রথমে জানায়, খাট থেকে পড়ে গিয়েছিল রাজদীপ। তারপর আবার জানায়, ফোন করতে করতে পড়ে গিয়েছে। স্পষ্টভাবে তাঁদের জানানো হচ্ছে না কলেজের তরফ থেকে।

হস্টেলের ওই রুমে রাজদীপের সঙ্গে থাকা আরও তিন সহপাঠী, কলেজ কর্তৃপক্ষ এবং হস্টেল সুপারের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন চঞ্চলবাবু নিউটাউনশিপ থানায়। র‍্যাগিংয়ের ফলেও মৃত্যু হতে পারে রাজদীপের বলে অভিযোগও তোলেন মৃতের জেঠু। যদিও এই বেসরকারি ম্যানেজমেন্ট কলেজের অধ্যক্ষ রাজদীপ রায় অভিযোগ অস্বীকার করেন। তিনি বলেন, ‘‘গল্প করছিল রাজদীপ ও সিদ্ধার্থ। দুজনেই রুমমেট। সেই সময়ে খাটে বসতে গিয়ে আচমকা মেঝেতে পড়ে যায় রাজদীপ। মেঝেতে থাকা একটি স্টিলের গ্লাসের উপর পড়ে যায়। ওই গ্লাসের ফলেই চোখে আঘাত লাগে।

নয়ের পাতায়

দুর্গাপুরে তদন্তে পুলিশ

- বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের হস্টেলে প্রথম বর্ষের বিবিএ পড়ুয়া রাজদীপ সরকারের মৃত্যু ঘিরে ধন্দ।
- পরিবারের বক্তব্য, কলেজ কর্তৃপক্ষ প্রথমে জানায়, খাট থেকে পড়ে গিয়েছিল রাজদীপ। পরে বলে, ফোন করতে গিয়ে পড়ে গিয়েছে। র‍্যাগিংয়ের অভিযোগ তুলেছেন রাজদীপের জেঠু চঞ্চল সরকার।